সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইনি সেবা

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম
চেয়ারম্যান
সুপ্রীম কোর্ট লিগাল এইড কমিটি
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

যাত্রা শুরু যেভাবে

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সংবিধান রচিত হলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার ও সমতাসহ বিচার প্রক্রিয়ায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়। এসব নীতি ও আদর্শের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মূলত: দরিদ্রবান্ধব একটি লিগ্যাল এইড ব্যবস্থারই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। গরীব, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি লিগ্যাল এইড ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংবিধানে সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট থাকলেও স্বাধীনতার পর বহু বছর যাবত সরকারীভাবে কোনোরূপ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ১৯৯৪ সনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৮নং রেজুলেশনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রথমবারের মতো আইনগত সহায়তা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মূলতঃ প্রচার-প্রচারণা ও তদারকীর ব্যবস্থা না থাকায় ৯৪ এর রেজুলেশন অনুযায়ী অনুসৃত লিগ্যাল এইড কাঠামো সফল হয়নি। অসম্পূর্ণ এ রেজুলেশন বাতিল করে ১৯৯৭ সনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আরেকটি রেজুলেশন জারী করে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৭৪নং এ রেজুলেশন দ্বারা জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি পুর্নগঠনের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে একটি আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়। অবশেষে বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা কালে ২৬/০১/২০০০ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ পাস করে। এভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তীতে দেশের উচ্চ আদালতেও সরকারি আইনি সেবা প্রদানের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইনি সেবার পথচলা ঃ

শুরু হয় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টে লিগ্যাল এইড ব্যবস্থার পথচলা শুরু। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় আইনহত সহায়তা প্রদান সংস্থার সাথে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকমূলে সুপ্রীম কোর্টসহ ৯টি জেলা ও ২টি চৌকি আদালতে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি সরকারি আইনি সেবাকে আরো ব্যাপকহারে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সমঝোতা স্মারকমূলেই সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল প্রদানসহ সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইনি সেবার প্রসারে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির বিভিন্ন কর্মশালা/কর্মসূচী সমূহে সার্বিভাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহায়তা করে থাকে। অন্যদিকে ইউএসএআইডি'র জাস্টিস ফর অল প্রোগ্রামের আওতায় ১৩টি জেলায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রম সক্রিয়করণে কাজ করে চলেছে। এবং সুপ্রীম কোর্টেও লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধনসহ অন্যান্য কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। বিশেষভাবে অফিসের জন্য শিক্ষানবীশ নিয়োগের মাধ্যমে আইনের ছাত্র/ছাত্রীদের সরকারি এই সেবা সম্পর্কে আরো আগ্রহী করে তুলেছে।

শুরুতে ২০১০ সাল থেকে মাত্র ৩৭ জন আইনজীবীকে প্যানেলভূক্ত করে অসহায় ও আর্থ-সামাজিকভাবে অস্বচ্ছলদের শুধু জেল আপীল মামলায় সহায়তা প্রদান করা হলেও বর্তমানে ৮৬ জন বিজ্ঞ আইনজীবীর সক্রিয় অংশগ্রহণে, ফৌজদারি আপীল ও রিভিশন, দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন, জেল আপীল, রীট পিটিশন ও লিভ-টু-আপীলসহ অন্যান্য মামলায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা-২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনগত সহায়তা প্রদানের নতুন দিগন্তের পথ উন্মোচিত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত গেজেটে আইনজীবীর ফি বৃদ্ধি ও মামলা করার এখতিয়ারসহ আরো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রী: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয় সুপ্রীম কোর্ট কমিটির আনুষ্ঠানিক পথচলা। ২৯/১২/২০১৪ সালে হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব নিজামুল হককে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় ১০ সদস্যের মূল সুপ্রীম কোর্ট কমিটি। পরবর্তীতে আরো ২ জন সদস্যকে পর্যবেক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৮/০২/২০১৬ সালে হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এম,ইনায়েতুর রহিমকে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটি প্রতিষ্ঠার পর আজ অবধি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

ক) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ও পুন:গঠন;
খ) প্যানেল আইনজীবীদের সাথে একাধিক মতবিনিময় সভা;
গ) সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বেঞ্চ রিডার ও বেঞ্চ অফিসারদের নিয়ে মতবিনিময় সভা;
ঘ) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
ঙ) গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে সরকারি আইনি সেবার গুরুত্ব শীর্ষক কর্মশালা;
চ) সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে 'মিট দ্যা প্রেস' আয়োজন;
ছ) উচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কিত ১০ হাজার পোষ্টার ও ৩ হাজার লিফলেট প্রকাশনা ও দেশের প্রত্যেক ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় প্রেরণ;
জ) চীনা ডেলিগেট দের সাথে সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময়;
ঝ) আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
ঞ) জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদ্‌যাপন;
ট) এছাড়াও সুপ্রীম কোর্ট কমিটি প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর কমিটির সাধারণ সভার আয়োজন করে, ইতিমধ্যে ১৩তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় আটক বন্দীদের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ঃ

ঢাকা সূত্রাপুরের শিপন নামে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে একজন হাজতীকে নিয়ে চ্যানেল 24 একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন সম্প্রচার করে। পরবর্তীতে শিপনের বিষয়টি ৩০/১০/২০১৬ তারিখে আদালতের নজরে নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি এবং আদালত হাজতী শিপনকে আদালতে উপস্থিতির পাশাপাশি মামলার নথি তলবের নির্দেশ দেন। শুনানী শেষে আদালত ০৮/১১/২০১৬ তারিখে হাজতী শিপনকে জামিন ও মামলাটি ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেন *"Failure to conduct a trial within 16 years is shameful for the state as well as the judiciary. This failure has infringed the fundamental right of the present accused to get speedy trial as guaranteed in Article 26 (3) of the constitution. In the said Article it has been contemplated that every accused of a Criminal Offence shall have the right to speedy trial. The State and Judiciary cannot avoidandescape from their respective liabilities"*

আদালত এই মামলায় জামিনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ এভাবে আটক ব্যক্তিদের মানবিক দিক বিবেচনার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। আদালত তার আদেশে বলেন, *"Deputy Commissioner, Dhaka and District Social Welfare officer, Dhaka are also directed to take necessary steps for rehabilitating accused Sipon in the society (সামাজিক ভাবে পূনর্বাসন) after his release from the jail custody, if he seeks for it."*

অন্যদিকে গত ৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিনা অপরাধে আটক ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে বলেন, *"যাঁরা বিনা অপরাধে আটক রয়েছেন তারা সংশ্লিষ্ট আটককারী কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। কেউ চাইলে রাষ্ট্রের কাছেও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। সেই বিধানও রয়েছে।"* (সূত্র: প্রথম আলো, তাং ৯ মার্চ, ২০১৭, পৃ:২)। আদালত যেমন গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি অনুধাবন করেছেন তেমনি দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষও আন্তরিকতার সাথেই পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়,

এখন এইচ.এস.সি পরীক্ষার প্রশ্নেও সুপ্রীম কোর্ট কমিটি কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সহায়তা করবে। আমরা মনে করছি সুপ্রীম কোর্টে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যম কর্মীদের অক্লান্ত সহযোগিতার দরুন সমাজে এ ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৫/১১/২০১৬ তারিখে ৫ বছর ও ১০ বছরের অধিক সময় মামলা নিষ্পত্তি না হয়েও কারাগারে আটক হাজতীদের তালিকা চেয়ে আইজি প্রিজন্স কার্যালয়ে চিঠি প্রেরণ করে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি। আইজি প্রিজন্স কার্যালয় মোট ৪৬২ জনের নামের তালিকা দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসে চিঠি প্রেরণ করেন।

এই তালিকার মধ্য থেকে ১০ বছরের অধিক মোট ৫৮ জনের বিষয়ে আদালতের নজরে আনা হলে ১৮ জনকে জামিন দিয়ে অন্যান্যদের বিষয়ে বিভিন্ন বিচারিক আদেশ প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের শফিকুল ইসলাম@স্বপন, ছাবেদ আলী ও মুন্সিগঞ্জের মোঃ জালাল মানসিক ভারসাম্যহীন বা unsound mind ছিল। সুপ্রীম কোর্ট কমিটি আদালতের আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। হাইকোর্ট বিভাগের যে সকল মাননীয় বিচারপতিগণ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে বিভিন্ন আদেশ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বর্তমানে ৪০৪ জনের বিষয় নিয়ে অফিস কাজ করছে যা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এবং ইতিমধ্যে আবার ১৯/১১/২০১৭ তারিখে দেশের সকল কারাগারে এসকল আটক ব্যক্তিদের হালনাগাদ তথ্য চেয়ে চিঠি দেয়া হয়, পরবর্তীতে তথ্যপ্রাপ্তির ভিত্তিতে আইনি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুপ্রীম কোর্টে কারা সরকারি আইনি সেবা পাবে ঃ

যাদের বার্ষিক আয় ১, ৫০,০০০/- টাকার উর্ধে নয় এমন ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত সেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে, যেমন-

১। ফৌজদারি আপীল ও রিভিশন
২। দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন
৩। জেল আপীল
৪। রীট পিটিশন ও
৫। লিভ-টু-আপীল

তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আইনি সেবা গ্রহণে আর্থিক মানদন্ডের প্রয়োজন হবেনা-

ক) মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি
খ) কোন শিশু
গ) শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি
ঘ) নিরাশ্রয় বা ভবঘুরে কোন ব্যক্তি
ঙ) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি
চ) এসিড দগ্ধ কোন নারী বা শিশু
ছ) ভি.জি.ডি কার্ডধারী কোন ব্যক্তি
জ) প্রতিবন্ধীসহ আরো কিছু সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়।

এছাড়াও সুপ্রীম কোর্ট কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে, যেমন-

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- মামলা দায়ের ও পরিচালনা;
- মামলার গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান;
- মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন;

একনজরে সুপ্রীম কোর্টে আইনি সেবার পরিসংখ্যান ভিত্তিক চিত্র ঃ
(সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)

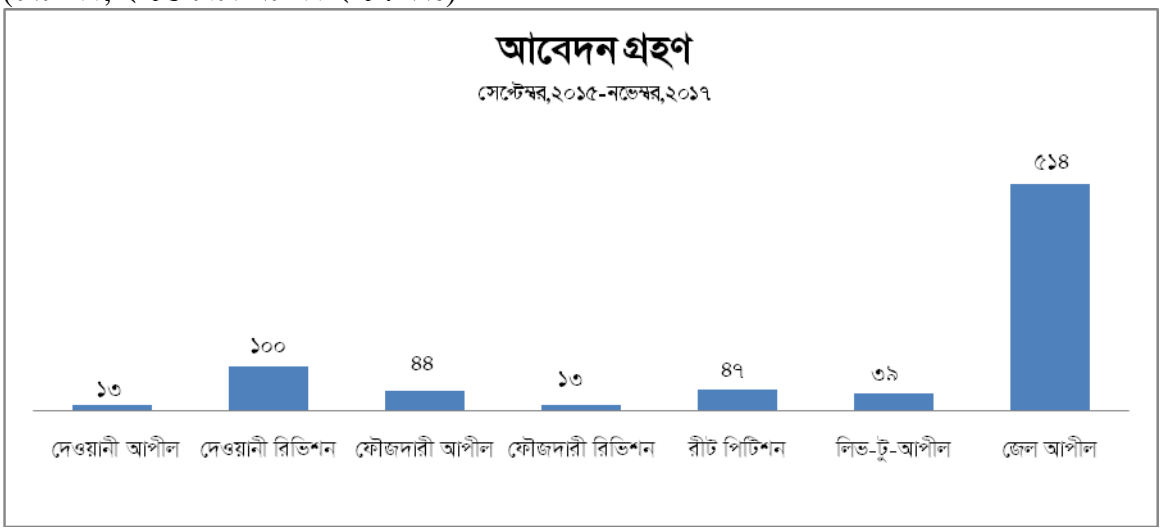

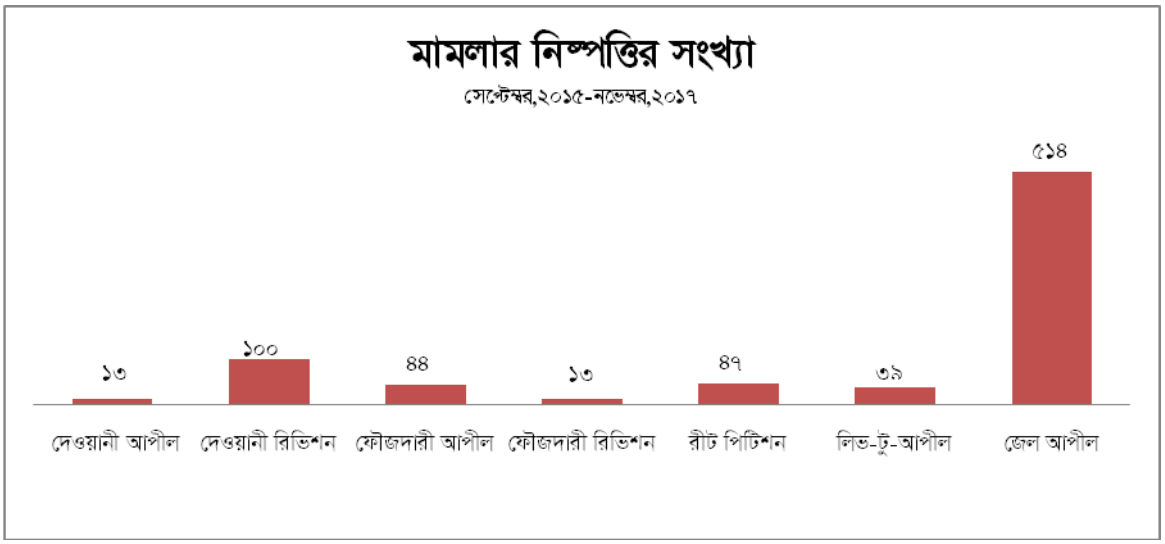

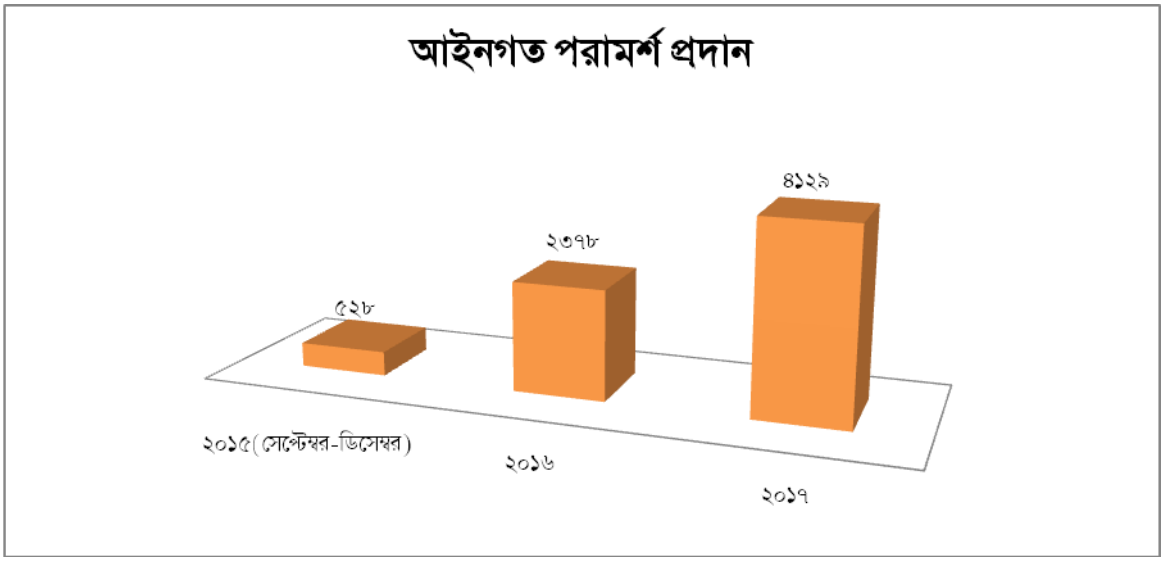

সূত্র ঃ সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি